একক ৩ ❑ যুব সমস্যা

গঠন

৩.১ উদ্দেশ্য

৩.২ প্রস্তাবনা

৩.৩ যুবক সম্প্রদায়ের বিচ্ছিন্নতা

৩.৩.১ বিচ্ছিন্নতার কারণ

৩.৪ যুব অসন্তোষ

৩.৪.১ যুব অসন্তোষের বৈশিষ্ট্য

৩.৫ ছাত্র আন্দোলনের কারণ

৩.৫.১ ভারতবর্ষে ছাত্র আন্দোলন

৩.৫.২ যুব অসন্তোষ নিয়ন্ত্রণ ঃ পদ্ধতি ও উপায়

৩.৬ সারাংশ

৩.৭ অনুশীলনী

৩.৮ গ্রন্থপঞ্জী

৩.১ উদ্দেশ্য

যে কোন সমাজের জনসংখ্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে যুব সম্প্রদায়। সাধারণত ষোল থেকে একুশ বছর এই বয়সসীমার মধ্যে যারা অন্তর্ভুক্ত, আমরা তাদের যুবক বলে অভিহিত করি। শারীরিক ও মানসিকভাবে জীবনী শক্তিতে পূর্ণ যুবসম্প্রদায় হচ্ছে সমাজের চালিকাশক্তি। কিন্তু এই যুবসম্প্রদায় সমাজের অন্যান্য অনেকের মতোই নানা সমস্যার সম্মুখীন হয়। সমাজের প্রচলিত নীতি, কর্তৃত্ব এসবের সঙ্গে অনেক সময়ই তারা মানিয়ে চলতে পারে না; ফলে তাদের মধ্যে দেখা দেয় Alienation বা বিচ্ছিন্নতা। সমাজে বিদ্যমান ব্যবস্থার সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে চলার অক্ষমতার জন্য প্রকাশ পায় অসন্তোষ এবং এই অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশ ঘটে সংগঠিত আন্দোলনের মাধ্যমে।

৩.২ প্রস্তাবনা

এই এককটি পাঠ করলে আপনি যে বিষয়গুলি অনুধাবন করতে সক্ষম হবেন, সেগুলি হল—

- ✪ যুব সম্প্রদায়ের বিচ্ছিন্নতা বলতে কী বোঝায়?
- ✪ যুব অসন্তোষের বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী?
- ✪ কিভাবে যুব অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশ ঘটে?
- ✪ ভারতবর্ষে সংঘটিত ছাত্র-আন্দোলন?
- ✪ যুব সম্প্রদায়ের সমস্যা সমাধানের উপায়।

৩.৩ যুবক সম্প্রদায়ের বিচ্ছিন্নতা

আমাদের সমাজে যুব সম্প্রদায় যেসব সমস্যার সম্মুখীন তার অন্যতম হল বিচ্ছিন্নতা। সাধারণত Alienation বা বিচ্ছিন্নতাকে নগরায়িত শিল্পায়নের ফলশ্রুতি হিসাবে ভাবা হয়। একসময় যৌথ পরিবার, মানুষের সঙ্গে মানুষের গভীর সম্পর্ক, পারিবারিক নিরাপত্তা মানুষকে মানসিকভাবেও পূর্ণতা দিয়েছিল। কিন্তু শিল্পায়ন ও নগরায়ণের স্রোত মানুষের জীবনে নিয়ে এল অনেক সুযোগ সুবিধা ও স্বাচ্ছন্দ্য। এই পরিবর্তনের একটি নেতিবাচক দিকও ছিল। পারিবারিক বন্ধন শিথিল হয়ে পড়ল, মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রাথমিক সম্পর্ক বিনষ্ট হল—যৌথ পরিবার ভেঙে গড়ে উঠল একক পরিবার। ফলে শহরের মানুষের ভীড় ও কোলাহলের মধ্যে মানুষ একা হয়ে পড়ল। এই একাকীত্ব তার মধ্যে এক ধরনের 'বিচ্ছিন্নতা' সৃষ্টি করল। এই বিচ্ছিন্নতা বোধ তারমধ্যে এমন একটি মানসিকতার জন্ম দিল সে মনে করতে লাগল সমাজের মূলস্রোত থেকে সে একা। ফলে সে বিচ্ছিন্ন। যুবক সম্প্রদায়ের মনে এই বিচ্ছিন্নতা বোধ সৃষ্টি হওয়ার পেছনে কোন কোন কারণ সক্রিয় ছিল এখন আমরা তার অনুসন্ধান করতে পারি।

৩.৩.১ বিচ্ছিন্নতার কারণ

যুবকদের মনে যে একাকীত্ব বা বিচ্ছিন্নতাবোধ জন্ম নিচ্ছে, সেই সম্পর্কে আমরা আগের অনুচ্ছেদে জানলাম। কিন্তু কেন এই বিচ্ছিন্নতার অনুভব জন্ম নিচ্ছে, এই অনুচ্ছেদে তার কারণগুলিকে অন্বেষণ করব। প্রথমত বলা যায় নগরায়ণের ফলে নিজের বাসভূমি থেকে পরিযাণ নিয়ে যেসব যুবক শহরে চলে এসেছে কিংবা চলে আসতে বাধ্য হয়েছে—তারা নগরজীবনের ব্যস্ততা, কোলাহল বা যান্ত্রিকতার সঙ্গে একাত্ম হতে পারেনি—ফলে তাদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা বা একাকিত্ব গড়ে উঠেছে। দ্বিতীয়ত, যুবা বয়স মানুষের জীবনের এমন একটি পর্যায়, যখন সে নিজের আদর্শ, স্বপ্ন, আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি গড়ে তোলে। কিন্তু যখন সে দেখে বাইরের পৃথিবীটা, বাস্তব জগৎটা তার ভাবনা থেকেই অনেকটাই আলাদা এবং সমাজের প্রচলিত মূল্যবোধ ও আদর্শের সঙ্গে তাঁর ধ্যান-ধারণার তেমনভাবে মেল বন্ধন ঘটছে না তখন যুবকেরা হতাশ হয়ে পড়ে। এই হতাশা থেকে জন্ম নেয় বিচ্ছিন্নতা বা অনন্বয়। সে নিজেকে কারুর সঙ্গে একাত্ম করতে পারে না। তৃতীয়ত, পরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আমাদের পরিবার ব্যবস্থায় এসেছে পরিবর্তন। যৌথ পরিবার ভেঙে গেছে, গড়ে উঠেছে একক বা অণু পরিবার। যৌথ পরিবারের নিশ্চিত আশ্রয়ে তরুণেরা একসময় যে মানসিক নিরাপত্তা ও হৃদয়ের উষ্ণতা পেত আজকের একক পরিবারের সেই নিরাপত্তা ও স্বাচ্ছন্দ্য খুঁজে পাওয়া যায় না।

তাই এর ফলে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে তরুণদের যোগাযোগের অভাব (Communication gap) সৃষ্টি হয় সেই প্রেক্ষিত থেকে যুবকদের মনে একাকীত্ব বা বিচ্ছিন্নতা জন্ম নিতে পারে। চতুর্থত, পরিবর্তিত অর্থ সামাজিক পরিস্থিতি, দারিদ্র্য, কর্মের সুযোগের অভাব, নিজেদের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ এবং সর্বোপরি সমাজের রাষ্ট্রের ক্রমবর্ধমান আদর্শহীনতা এবং অনুসরণ করার মতো কোন ''রোল মডেলে'র (Role Model) এর অনস্তিত্ব এই সব কারণ যুবা সম্প্রদায়ের মনে একাকীত্ববোধ বা বিচ্ছিন্নতার সৃষ্টি করতে পারে।

পরিশেষে, বিচ্ছিন্নতার উৎস হিসাবে সমাজের অধিক মাত্রায় ঐক্যবদ্ধতা এবং অতি-সাংগঠনিকতাকে নির্দেশ করা যায়। অবশ্য এই অভিমত হচ্ছে সমাজতাত্ত্বিক টি. কে. ওম্যানের (T. K. Oommen)। ওম্যান তার ''স্টেট অ্যান্ড সোসাইটি ইন ইন্ডিয়া'' গ্রন্থের ''ইন্ডিয়ান ইয়ুথ ঃ চ্যালেঞ্জ অ্যান্ড অপর্চুনিটি''—নামক একটি বিশেষ অধ্যায়ে ভারতীয় যুব সম্প্রদায়ের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁর অভিমত হল বিচ্ছিন্নতা বা অনন্বয় হল একটি মানসিক অবস্থা যেখানে ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীগুলি বৃহত্তর সমাজ ও সামাজিক প্রক্রিয়াসমূহের সঙ্গে নিজেকে মেলাতে পারে না। সমাজে বাস করেও সে এই প্রক্রিয়াগুলির শরিক হতে পারে না, ফলে সে বিচ্ছিন্নতা বোধের শিকার হয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপটে যুবসম্প্রদায়ের প্রকৃতি ও বিচ্ছিন্নতার ধরন অনুসারে ওম্যান তাদের তিনভাগে ভাগ করেছেন ঃ স্বাধীনতাহীন (The unemancipated), ক্রিয়াশীল (The activists) এবং নিযুক্ত (The disengaged)।

স্বাধীনতাহী বা unemancipated যুবকদের সাধারণত ভারতবর্ষের গ্রামীণ এলাকায় দেখা যায়। এরা শিক্ষিত নয় এবং এদের দৃষ্টিভঙ্গী সংকীর্ণ। বৃহত্তর সমাজ এবং সামাজিক প্রক্রিয়াসমূহ থেকে এরা বিচ্ছিন্ন। নিজেদের সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে গণ্ডীবদ্ধ হয়ে আত্মকেন্দ্রিক জীবনযাপনে এরা সন্তুষ্ট। এমনকি, সমাজে নিজেদের কর্তব্য এবং অধিকার কতটা, সেই সম্পর্কেও তাদের সচেতনতা নেই। এই ধরনের যুবকদের মধ্যে আলোকপ্রাপ্তি (enlightenment) ঘটানোর জন্যে প্রয়োজন হচ্ছে তাদের মধ্যে ব্যক্তিত্বকে জাগিয়ে তোলা ও নিজেদের দায়িত্ব এবং অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তোলা।

দ্বিতীয় ধরনের অর্থাৎ activists বা ক্রিয়াশীল যুবকেরা সাধারণত ভারতের বড় বড় শহর ও নগরগুলিতে এবং শহরাঞ্চলে বাস করে। এদের মধ্যে একটা বড় অংশ গ্রাম থেকে পরিযাণ নিয়ে শহরে বা নগরে এসে বসতি গড়েছে। ফলে শহরের বাসিন্দা হলেও এদের শিকড় রয়ে গেছে গ্রামে। নগরায়ণের স্রোত অনুসরণ করে এরা 'নাগরিক' হয়েছে ঠিকই, কিন্তু গ্রামীণ সমাজের ঐতিহ্য বা পরম্পরা এরা বিস্মৃত হতে পারেনি। ফলত এরা আধুনিকতা বনাম ঐতিহ্যগত সংঘাতের শিকার হয়েছে। টি. কে. ওম্যান এই 'ক্রিয়াশীল যুবকদের' সম্পর্কে বলেছেন, এরা হচ্ছে এমন একটি প্রজন্ম, যাদের মধ্যে না আছে দৃঢ় মতাদর্শ কিংবা শুদ্ধ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী। আধুনিক জাতিগঠনের প্রক্রিয়ায় এদের ক্ষমতা বা শক্তি তেমনভাবে কার্যকরী নয়।

তৃতীয় ধরনের অর্থাৎ disengaged বা বিযুক্ত যুবকেরা ভারতীয় সমাজে আত্মপরিচয় অন্বেষণকারী। এরা নিজেদের সমাজে rootless বা শিকড়হীন। এরা সমাজের বিদ্যমান নীতি ও মূল্যবোধকে অবজ্ঞা করে। এরা প্রতিবাদী, বিদ্রোহ করতে চায়, কিন্তু এদের কোন মতাদর্শগত কার্যপদ্ধতি নেই। অথচ এদের যোগ্যতা আছে, এরা শিক্ষিত এবং জাতিগঠন প্রক্রিয়ায় কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করতে সক্ষম। ওম্যানের মতানুযায়ী, এই তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত যুবসম্প্রদায়ের অনন্বয় বা বিচ্ছিন্নতা খুবই হতাশাজনক, কারণ ক্ষমতা এবং যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও এরা নিজেদের বিযুক্ত করে রেখেছে ইচ্ছাকৃত ভাবে।

ওম্যান যে বিচ্ছিন্নতার ধরন অনুযায়ী যুবসম্প্রদায়কে তিন শ্রেণীতে ভাগ করেছেন, সেই সম্পর্কে আলোচনার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষাপটে, ভিন্ন ভিন্ন কারণের ফলশ্রুতিতে যুবসম্প্রদায় বিচ্ছিন্নতা বা অন্বয়ের শিকার হয়েছে এবং হচ্ছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, যুবসম্প্রদায় হচ্ছে সমাজের একটা বড় অংশ এবং এরাই সমাজের চালিকাশক্তি, তাই বৃহত্তর সমাজ ও সামাজিক প্রক্রিয়াসমূহ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন না করে সমাজের মূলস্রোতে যদি তারা ফিরে আসে, গঠনমূলক কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে তাহলে সমাজের উন্নতি অবশ্যই ত্বরান্বিত হবে।

৩.৪ যুব অসন্তোষ ঃ সংজ্ঞা

অসন্তোষ বলতে বোঝায় কোন কিছুর বিরুদ্ধে মানুষের হতাশা, ক্রোধ ইত্যাদির বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু আমরা যখন যুব অসন্তোষ নিয়ে আলোচনা করব, তখন আগে জানা দরকার ''যুব অসন্তোষ'' বলতে কী বোঝায়? সমাজতাত্ত্বিকরা 'যুব অসন্তোষ' বা Youth Unrest' এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন যে, যখন যুবসমাজ সমাজে প্রচলিত নীতি বা আদর্শকে অকার্যকরী বা ক্ষতিকারক মনে করে, তখন তারা সেগুলিকে অগ্রাহ্য করে। এই অগ্রাহ্য করার মানসিকতার মধ্যে দিয়ে প্রতিফলন ঘটে 'যুব অসন্তোষের'। অধ্যাপক রাম আহুজার মতে, যুব অসন্তোষ হল ''সমাজে যুবকদের সার্বিক হতাশার বহিঃপ্রকাশ'' (manifestation of collective frustration of the youth in the society)। অধ্যাপক আহুজা বলেছেন, সমাজের বিদ্যমান নীতি নিয়মগুলি যুবসম্প্রদায়ের মনোনীত না হওয়ার জন্যে তারা আহত হয়। সমাজ সম্পর্কে তাদের যে স্বপ্ন আর আকাঙ্ক্ষা ছিল তা বিনষ্ট হয়। তখন বিরক্ত আর হতাশ যুবকেরা অনুভব করে যে যুগের উপযোগী নতুন নীতি ও নিয়ম গড়ে উঠুক। রাম আহুজা একটি ডায়াগ্রাম বা অনুচিত্রের মাধ্যমে বিষয়টি উপস্থাপিত করেছেন—

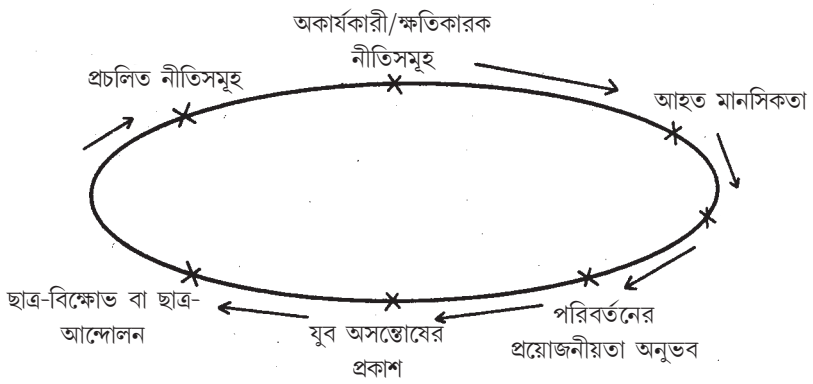

৩.৪.১ যুব অসন্তোষের বৈশিষ্ট্য

উল্লিখিত যুব অসন্তোষের সংজ্ঞার ভিত্তিতে আমরা যুব অসন্তোষের কতগুলি বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করতে পারি, যেমন—(১) অকার্যকরী পরিস্থিতি বা অগ্রহণযোগ্য সামাজিক অবস্থা (২) যৌথ প্রতিবাদ, (৩) পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতনতা এবং (৪) বিদ্যমান নিয়ম ও নীতিকে পরিবর্তন করার প্রয়োজনীয়তা।

অন্যভাবে যুব অসন্তোষের বৈশিষ্ট্যগুলিকে নির্দেশ করা যেতে পারে, যেমন—

(ক) সমাজে যে অন্যায় ও অবিচার সংঘটিত হচ্ছে, এই বিষয়ে যুবসম্প্রদায়ের সচেতনতা এবং এই অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে যুবকদের প্রতিবাদমূলক আচরণ;

(খ) যুব সমাজের মধ্যে যে হতাশা, বঞ্চনা ও অসন্তোষ ঘটছে তার উৎস খুঁজে বের করার বিষয়ে যুবকদের সার্বিক বিশ্বাস ও প্রবণতার বৃদ্ধি এবং বিস্তার।

(গ) প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্যে যুবকদের সংগঠিত হওয়া এবং যুবকদের মধ্যে নেতত্বের উদ্ভব।

(ঘ) কোন বিশেষ উত্তেজনাপ্রবণ ঘটনাকে ভিত্তি করে যুবসমাজের যৌথ প্রতিক্রিয়া।

যুব অসন্তোষ ও তার বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা নিশ্চয়ই ছাত্র আন্দোলনের বিষয়টি এখানে উল্লেখ করতে পারি। কর্তৃত্বের বিপক্ষে যাওয়া, প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান নীতি ও নিয়ম কিংবা প্রচলিত আদর্শ এবং আরোপিত নিয়ন্ত্রণ যখন ছাত্র সমাজ মানতে পারে না, তখনই তাদের অসন্তোষ প্রকাশ পায়। এই অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশ ঘটে আন্দোলনের মাধ্যমে। 'যুব সম্প্রদায়' বলতে আমরা ষোল থেকে একুশ এই বয়ঃক্রমকে নির্দেশ করছি। এই ১৬-২১ বয়সসীমার পরিধির মধ্যে আবশ্যিকভাবে অন্তর্ভুক্ত ছাত্রসমাজ। ছাত্রসমাজ যখন আন্দোলনের পথে পা বাড়িয়ে ছাত্র আন্দোলন সংগঠিত করছে, তখন তার মধ্যে কি যুবকসম্প্রদায়ের অসন্তোষের প্রতিফলন আমরা লক্ষ্য করছি না? সুতরাং, যুব অসন্তোষ ও ছাত্র আন্দোলনের বিষয়টি পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত। পরবর্তী অনুচ্ছেদে আমরা ছাত্র আন্দোলন নিয়ে আলোচনা করব। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে সংঘটিত ছাত্র আন্দোলনের পর্যালোচনায় যুব অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশ কিভাবে ঘটেছে, সেই সম্পর্কেও আমরা অবহিত হব। কিন্তু তার আগে আমাদের জানা দরকার ছাত্র আন্দোলন সংঘটিত হওয়ার কারণ।

৩.৫ ছাত্র আন্দোলনের কারণ

ছাত্র আন্দোলনের পশ্চাতে সক্রিয় যে ছাত্র বিক্ষোভ বা ছাত্র অসন্তোষ, তা কেন ঘটে?—এই কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে বিভিন্ন তাত্ত্বিক অভিমত প্রকাশ করেছেন। ঘনশ্যাম শাহ তার ''সোশ্যাল মুভমেন্টস্ ইন ইন্ডিয়া'' (Social Movements in India) গ্রন্থে এই বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। তিনি ছাত্রবিক্ষোভের মধ্যে generation gap বা প্রজন্মগত ব্যবধান এর উপস্থিতি লক্ষ্য করেছেন। ষোল থেকে একুশ এই বয়সসীমার অন্তর্ভুক্ত ছাত্রদের মধ্যে শারীরিক মানসিক ও আচরণগত পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। তাই বিক্ষোভ বা অসন্তোষের মাধ্যমে ছাত্রদের সমাজের সঙ্গে নেতিবাচক একাত্মতা প্রকাশ পায় বলে অনেক মনস্তত্ত্ববিদ্ মনে করেন। ভারতবর্ষের মতো পরিবর্তনশীল ও বহুত্ববাদী সমাজে ছাত্রসমাজের পক্ষে প্রচলিত আদর্শ, নীতি-নিয়ম, প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি গ্রহণ করা প্রায়শই অসম্ভব হয়ে পড়ে।

১৯৬০ সালে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন নিযুক্ত কমিটি, ছাত্র বিক্ষোভের মধ্যে সক্রিয় আচরণের তিনটি ধরন (type) নির্দেশ করে—(১) শিক্ষক সমাজের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন; (২) সহপাঠী ছাত্রীদের প্রতি খারাপ ব্যবহার এবং (৩) প্রাতিষ্ঠানিক সম্পত্তি ধ্বংস। এই তিন ধরনের ছাত্র বিক্ষোভের কতকগুলি কারণ এই কমিটি তুলে ধরেছিল, যেমন—

(ক) ভর্তি পরীক্ষা ও শিক্ষণ সংক্রান্ত নীতিগুলি পরিবর্তনের দাবী,

(খ) ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে বোঝাপড়ার অভাব,

(গ) গ্রন্থাগারে পুস্তকের অভাব, পরীক্ষণাগারে গবেষণার যন্ত্রপাতির অপ্রতুলতা,

(ঘ) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বেতন হ্রাস করা এবং মেধাবৃত্তি বৃদ্ধি করার মতো অর্থনৈতিক দাবি

(ঙ) এছাড়া আরও কিছু মনস্তাত্ত্বিক ও আচরণগত বৈশিষ্ট্য।

যোসেফ ডিবোনা (J. Dibona) উত্তরপ্রদেশের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-বিক্ষোভের প্রকৃতি নিয়ে সমীক্ষা করেন এবং ছাত্রবিক্ষোভের তিনটি কারণ চিহ্নিত করেন। যেমন—(১) অর্থনৈতিক কারণ ঃ ভবিষ্যতের জন্যে ছাত্ররা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। তারা শিক্ষা-ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক চাহিদার (দেশের মধ্যে একটি ফাঁক প্রত্যক্ষ করছে অর্থাৎ তারা মনে করছে, শিক্ষাগ্রহণ ভবিষ্যতে তাদের চাকরি পাওয়ার ব্যাপারে তেমন সহায়ক নয়।

(২) সামাজিক মনস্তাত্ত্বিক কারণ ঃ দ্বিতীয় শ্রেণীর কারণের মধ্যে রয়েছে ত্রুটিযুক্ত শিক্ষাব্যবস্থা, উপযুক্ত সংখ্যক কলেজ, পঠিতব্য বিষয় ও বিভাগের অপ্রতুলতা, ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে সামাজিক ব্যবধান, শিক্ষকদের দায়বদ্ধতার অভাব, স্থিতাবস্থা বজায় রাখার নীতি, অদক্ষতা ও দুর্নীতি এবং সর্বোপরি ছাত্রসমাজের স্বপ্ন ও আকাঙক্ষা ও সাফল্য অর্জনের মধ্যে ক্রমবর্ধমান ফারাক।

(৩) রাজনৈতিক কারণ ঃ রাজনৈতিক কারণের মধ্যে রয়েছে কলেজের প্রশাসনে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ এবং রাজনৈতিক নেতাদের প্ররোচনা। শিক্ষাব্যবস্থার ক্ষেত্রে রাজনীতির অনুপ্রবেশ পরিস্থিতিকে জটিল করেছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তাদের মতাদর্শ অনুযায়ী ছাত্র সংগঠন গড়ে তুলতে প্রয়াসী হয়েছে।

এইসব কারণগুলি নিয়ে আলোচনার পর আমরা বলতে পারি যে, ছাত্র বিক্ষোভ, ছাত্র অসন্তোষ এবং আরও ব্যাপকভাবে যুব সমাজের অসন্তোষের কারণ ও উৎস যুবসম্প্রদায়ের ব্যক্তিত্বের ত্রুটি নয়, এর জন্য অনেকাংশেই দায়ী আমাদের সামাজিক ব্যবস্থা (Social System)।

অধ্যাপক রাম আহুজা অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, পাঁচ ধরনের যুবক সাধারণত বিক্ষোভমূলক কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করে; যেমন—(১) সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্ন (Socially isolated), (২) ব্যক্তিগতভাবে সংগতিহীন (Personally maladjusted); (৩) পরিবারের সঙ্গে বিযুক্ত (Unattached to family), (৪) প্রান্তিক যুবক (marginals) এবং (৫) সচল বা পরিযাণশীল যুবক। অধ্যাপক আহুজার মতে, যেসব যুবক সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্ন, পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কহীন, ব্যক্তিগতভাবে সমন্বয়হীন, পরিযানশীল এবং প্রান্তিকতায় অবস্থান করে, তারা খুব সহজেই বিক্ষোভে অংশগ্রহণ করতে প্রণোদিত হয়।

বি. ভি. শাহ (B. V. Shah : 1968) গুজরাটে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের ওপর একটি সমীক্ষা চালান। তিনি ছাত্রদের চারভাগে ভাগ করেছেন—(১) উচ্চমর্যাদা ও উচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন, (২) নিম্নমর্যাদা ও উচ্চযোগ্যতাসম্পন্ন, (৩) নিম্নমর্যাদা ও নিম্নযোগ্যতাসম্পন্ন এবং (৪) উচ্চমর্যাদা ও নিম্ন যোগ্যতাসম্পন্ন। শাহ তাঁর সমীক্ষার মাধ্যমে দেখিয়েছেন যে দ্বিতীয় গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছাত্ররা অর্থাৎ নিম্নমর্যাদা ও উচ্চযোগ্যতাসম্পন্ন ছাত্ররাই বেশিমাত্রায় ছাত্রবিক্ষোভমূলক কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করে। তৃতীয় ও চতুর্থ গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ নিম্ন মর্যাদা ও নিম্ন যোগ্যতাসম্পন্ন এবং উচ্চমর্যাদা ও নিম্ন যোগ্যতাসম্পন্ন ছাত্ররা তুলনামূলকভাবে অনেক অল্প মাত্রায় বিক্ষোভে যোগ দেয়। প্রথম গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ উচ্চমর্যাদা ও উচ্চযোগ্যতাসম্পন্ন ছাত্ররা সাধারণ বিক্ষোভে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে। ছাত্রবিক্ষোভে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে তাই পারিবারিক প্রেক্ষাপট, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও শিক্ষাব্যবস্থার কার্যকারিতা এই তিনটি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৩.৫১ ভারতবর্ষে ছাত্র আন্দোলন

আগের অনুচ্ছেদে উল্লিখিত ছাত্র-আন্দোলনের কারণ পর্যালোচনায় আমরা দেখলাম যে সাধারণত ষোল থেকে একুশ এই বয়ঃক্রমের যুবকদের মনে প্রাতিষ্ঠানিক রীতি-নীতি, নিয়ন্ত্রণ ও আদর্শ সম্পর্কে যখন আস্থা বা

বিশ্বাসভঙ্গ হয়, তখন তারা আর এগুলিকে গ্রহণ করতে চায় না। তাদের মনে যে অসন্তোষ বা ক্রোধ বা ক্ষোভ জমা হয়, তখন তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে ছাত্র বিক্ষোভ বা সংগঠিত ছাত্র বিক্ষোভ বা সংগঠিত ছাত্র-আন্দোলনের মাধ্যমে। আমরা যদি প্রাক্ স্বাধীনতা পর্যায় থেকে ভারতবর্ষের নানা আন্দোলন ও সংগ্রামের প্রেক্ষিতে ভাবি, তাহলে দেখব এই সব আন্দোলনে ছাত্ররা স্বতঃস্ফূর্তভাবে যোগ দিয়েছে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে প্রাণ বিসর্জন দিয়ে যারা 'শহীদের' শিরোপা পেয়েছেন তাদের মধ্যে একটা উল্লেখযোগ্য অংশই ছিলেন তরুণ সংগ্রামী, যেমন বিনয়, বাদল, দীনেশ, ক্ষুদিরাম, বাঘা যতীন, প্রফুল্ল চাকী প্রমুখ। তবে এই আন্দোলনে তাদের ভূমিকা অংশগ্রাহী হিসেবে, তারা স্বতন্ত্রভাবে ছাত্র আন্দোলন সংগঠিত করেন নি। তবে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে ছাত্ররা নিজেদের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে সামিল হয়েছে। যেমন—১৯৫৩ ও ১৯৫৮ সালে যথাক্রমে লক্ষ্ণৌ ও বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যাপক অশান্তি ঘটে। হায়দ্রাবাদের ছাত্ররা তেলেঙ্গানা আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। পশ্চিমবঙ্গে ১৯৭০ এর দশকে নকশালবাড়ি আন্দোলনে ছাত্ররা ব্যাপক ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নিয়েছিল। ১৯৭৪ সালে গুজরাটে ছাত্রদের আন্দোলনের ফলে রাজ্য বিধানসভা ভেঙে যায় এবং জরুরী অবস্থার সময় ছাত্ররা বিহারের কংগ্রেস সরকারের স্থায়িত্বকে প্রশ্নের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল।

'৮০ এর দশকেও গুজরাটে ছাত্রদের নেতৃত্বে ব্যাপক আন্দোলন হয়েছিল। ১৯৮৫ সালে রাণে কমিশনের সুপারিশ অনুসরণ করে গুজরাট সরকার সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া ছাত্রদের সংরক্ষণ কোটা বাড়িয়ে দেয়। বর্ধিত কোটা ১০ শতাংশ থেকে বেড়ে হয় ২৮ শতাংশ। ফলে সাধারণ ছাত্র ও যুবকদের জন্যে মাত্র ৩০ শতাংশ পদ সংরক্ষণ বহির্ভূত থাকে। ফলে ছাত্ররা বিক্ষুব্ধ হয় এবং সংরক্ষণ বিরোধী আন্দোলনে সামিল হয়। এই বিক্ষোভ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে গুজরাটে হিন্দু-মুসলমান সঙঘর্ষ, দলিত ও উচ্চ সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের সংঘাত ইত্যাদি দেখা দিয়েছিল। ছাত্রদের এই আন্দোলন প্রায় দু'মাস ধরে চলেছিল যতক্ষণ না সরকার এই সংরক্ষণ নীতি পুনর্বিবেচনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল।

সংরক্ষণের প্রশ্নে ভারতবর্ষে সংঘটিত অন্য আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ছাত্র আন্দোলন অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। এই আন্দোলন ''Anti Mandal Agitation'' নামে পরিচিত। উল্লেখ্য যে ১৯৯০ সালের ৭ই আগস্ট তৎকালীন জনতা সরকার মণ্ডল কমিশনের সুপারিশে ও.বি.সি (OBC) ছাত্র ছাত্রীদের জন্যে সরকারি চাকরির ২৭ শতাংশ সংরক্ষণের ঘোষণা করে। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এই ঘোষণা যেন বারুদের বাক্সে অগ্নি সংযোগ করে। ছাত্ররা তীব্রভাবে এই সংরক্ষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। প্রথমে বিক্ষোভ আন্দোলন আরম্ভ হয় দিল্লিতে, পরে তা উত্তর ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ে। ছাত্রদের প্রতিবাদের ভাষা ছিল অন্য আন্দোলনের থেকে একেবারেই আলাদা। অনেক ছাত্র গায়ে আগুন দিয়ে আত্মাহুতি দেয় এবং অনেকে দেবার চেষ্টা করে। ছাত্র ও যুবকদের বিক্ষোভ ও আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি দেখে সরকার এই সংকটকে মোকাবিলা করতে কয়েকটি প্রস্তাব উত্থাপন করে। ১৯৯১ সালের সেপ্টেম্বর অক্টোবরে কংগ্রেস সরকার তাদের নতুন সংরক্ষণ নীতি ঘোষণা করার পর ছাত্র-যুবকদের হতাশা ও বিক্ষোভ অনেকটা পরিমাণে প্রশমিত হয়।

উত্তরপ্রদেশে পার্বত্য অঞ্চলে ১৯৯৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ছাত্র ও যুবকরা সংরক্ষণ বিরোধী আন্দোলন শুরু করেছিল পরে তা স্বতন্ত্র 'উত্তরাখণ্ড' রাজ্য গঠনের দাবিতে রূপান্তরিত হয়।

'৮০ এর দশকে আসামে পূর্ববাংলা থেকে আগত শরণার্থী সমস্যা নিয়ে 'All Assam Students Union' (AASU) যে আন্দোলন সংগঠিত করে ছাত্র আন্দোলনের আলোচনায় তা অবশ্যই উল্লেখযোগ্যতার দাবি করে।

৩.৫.২ যুব অসন্তোষ নিয়ন্ত্রণ ঃ পদ্ধতি ও উপায়

পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদের আলোচনায় আমরা জানলাম যুব অসন্তোষের কারণ। জানলাম যুব অসন্তোষের প্রতিফলিত রূপ হিসাবে কিভাবে ছাত্র বিক্ষোভ ও ছাত্র আন্দোলন সংঘটিত হয়। সেসব কারণের জন্যে অসন্তোষ বাড়ছে, বিক্ষোভ ও আন্দোলন হচ্ছে—তার শিকড়গুলিকে সমাজের মাটি থেকে উপড়ে ফেলা সহজ কাজ নয়। তাই সমাজতাত্ত্বিকেরা বিকল্প পথের সন্ধান করেছেন। তারা ভেবেছেন কোন পদ্ধতি অবলম্বন করলে যুব অসন্তোষকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। কোন উপায় গ্রহণ করলে যুব অসন্তোষকে প্রশমিত করা যায়। আলোচ্য অনুচ্ছেদে সমাজতাত্ত্বিকগণ কর্তৃক প্রস্তাবিত কয়েকটি উপায়ের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে; যেমন—

(১) যুব সম্প্রদায় সাধারণত ব্যক্তিকেন্দ্রিক কল্পনাবিলাসী এবং প্রতিবাদী হয়। তাদের উৎসাহ বা উদ্দীপনা, ক্রোধ ও উত্তেজনা যাতে সঠিক পথে চালিত হয় অভিভাবকদের সেই বিষয়ে সচেতন হতে হবে। বয়সোচিত তাদের মনের প্রক্ষোভগুলিকে প্রশমিত করার দায়িত্ব হচ্ছে অভিভাবকদের বিশেষ করে পিতা-মাতার।

(২) অভিভাবক ছাড়া ছাত্র ও যুবাদের সমস্যার বিষয়ে নজর দিতে হবে শিক্ষক সমাজকেও। তারা অবশ্যই তাদের সমস্যাগুলিকে বুঝতে চেষ্টা করবেন এবং সমাধান করতেও সচেষ্ট হবেন।

(৩) এক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিরও দায়িত্ব রয়েছে। ছাত্রসমাজের অসুবিধাগুলি দূর করার ব্যাপারে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে নজর দিতে হবে।

(৪) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির নীতি নির্ধারণে ও শিক্ষা-সংক্রান্ত প্রশাসনের ছাত্রদের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করতে হবে।

(৫) ছাত্রসমাজকে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করানোর ব্যাপারে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলি একটি সাধারণ ব্যবহার বিধি মেনে চলবে।

(৬) প্রথাগত পড়াশোনার বাইরে নানাধরনের কাজ যেমন, সমাজসেবা, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদিতে অংশগ্রহণের ব্যাপারে ছাত্রসমাজকে অনুপ্রাণিত করা হবে।

(৭) যুব সম্প্রদায় এবং ছাত্রসমাজকে বোঝাতে হবে তারা বৃহৎ সমাজ ও সামাজিক প্রক্রিয়ার অংশ। তাই সমাজে তাদের নির্দিষ্ট দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে। যুবা বয়স থেকে তারা যদি নিজেদের দায়িত্ব কর্তব্য সচেতন হয়, তাহলে তারা নিজেদের অনন্বিত বা বিচ্ছিন্ন মনে না করে সমাজের অগ্রগতি ও উন্নতিতে নিজেদেরকে যুক্ত করতে পারবে।

পরিশেষে বলা যায়, ছাত্রসমাজের মনে আশা, বিশ্বাস ও আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তোলা প্রয়োজন। তখন তারা নিজেদেরকে নিজেরাই সঠিক পথে চালিত করতে পারবে।

৩.৬ সারাংশ

যুব সমস্যা বিষয়ক এই এককে প্রথমেই আমরা পরিচিত হয়েছি 'যুবসম্প্রদায়ের বিচ্ছিন্নতা'র ধারণার সঙ্গে। নগরায়ণ, শিল্পায়ন, পরিবারের ভাঙন যুবক সম্প্রদায়ের মনে যে নিরাপত্তাবোধের অভাব জন্ম নিচ্ছে তারই ফলশ্রুতিতে যুবকেরা বিচ্ছিন্নতা বা একাকীত্বের শিকার হচ্ছে। এছাড়া, পরিবর্তিত আর্থসামাজিক পরিস্থিতি, নিজেদের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ সমাজের চতুর্দিকে আদর্শহীনতা, দারিদ্র্য, কাজের সুযোগের অভাব এসব কারণও যুবকদের মনে অনন্বয় বা বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করছে। বিচ্ছিন্নতার উৎস হিসাবে সমাজের অত্যন্ত বেশি মাত্রায়

ঐক্যবদ্ধতা ও অতি সাংগঠনিকতাকে নির্দেশ করা যায়, সমাজতাত্ত্বিক টি. কে. ওম্যানের অভিমত অনুসরণ করে। বিচ্ছিন্নতা ছাড়াও যুব সমাজের আরেকটি সমস্যা হল যুব অসন্তোষ বা 'Youth Unrest'। যখন যুবসমাজ সমাজে বিদ্যমান নীতি ও আদর্শকে অকার্যকরী ও ক্ষতিকারক মনে করে অগ্রাহ্য করে তখন সেই মানসিকতার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায় 'যুব অসন্তোষের'। যুব অসন্তোষের বৈশিষ্ট্য হিসাবে যে বিষয়গুলি নির্দেশ করা যায়, সেগুলি হল—(১) অকার্যকরী পরিস্থিতি বা অগ্রহণযোগ্য সামাজিক অবস্থা (২) যৌথ প্রতিবাদ (৩) পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতনতা ও (৪) প্রচলিত নিয়ম ও নীতিকে পরিবর্তন করার প্রয়োজনীয়তা। যুব অসন্তোষের প্রতিফলন ঘটে ছাত্র বিক্ষোভ ও ছাত্র আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে। ভারতবর্ষের মতো পরিবর্তনশীল এবং বহুত্ববাদী সমাজে প্রচলিত নীতি, আদর্শ ও প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। এই অগ্রহণযোগ্যতার ফল হিসাবে দেখা দেয় ছাত্রবিক্ষোভ ও সংগঠিত ছাত্র-আন্দোলন। স্বাধীন ভারতবর্ষে বিভিন্ন সময়ে নানা কারণে ছাত্ররা আন্দোলন ও বিক্ষোভমূলক কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করেছে। তবে উল্লেখযোগ্য ছাত্র আন্দোলন হিসাবে ১৯৮৫ সালে গুজরাটের ছাত্র আন্দোলন, মণ্ডল কমিশনের সুপারিশ বিরোধী ছাত্র-আন্দোলনের কথা উল্লেখ করা যায়। এছাড়া, All Assam Students Union কর্তৃক সংগঠিত ছাত্র আন্দোলনও (আসামে) উল্লেখযোগ্য। যুবসমাজের মধ্যে ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ, ক্ষোভ ও ক্রোধ এবং এই ধরনের প্রক্ষোভের উৎসগুলিকে উৎপাটিত করা সম্ভব নয়। তবে কিভাবে অসন্তোষকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় তার কতকগুলি বিকল্প পথের সন্ধান করেছেন সমাজতাত্ত্বিকগণ। এই বিকল্প পথগুলিকেই আমরা যুব অসন্তোষ বা বিক্ষোভ নিয়ন্ত্রণের উপায় হিসাবে চিহ্নিত করতে পারি।

৩.৭ অনুশীলনী

১। নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দিন। (প্রতিটি ২০ নম্বর)

(ক) যুব সম্প্রদায়ের বিচ্ছিন্নতা বলতে কী বোঝায়? বিচ্ছিন্নতার কারণগুলি নির্দেশ করুন।

(খ) ছাত্র আন্দোলনের কারণগুলি বিশ্লেষণ করুন।

(গ) ভারতবর্ষে ছাত্র আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা করুন।

২। নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর দিন। (প্রতিটি ১২ নম্বর)

(ক) যুব অসন্তোষের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করুন।

(খ) বিচ্ছিন্নতার ধরন অনুযায়ী টি. কে. ওম্যান যুবসম্প্রদায়ের যে শ্রেণীবিভাজন করেছেন সেই সম্পর্কে আলোচনা করুন।

(গ) যুব অসন্তোষ নিয়ন্ত্রণের উপায় ও পদ্ধতিগুলি ব্যাখ্যা করুন।

৩। নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দিন (প্রতিটি ৬ নম্বর)

(ক) যুবসম্প্রদায়ের বিচ্ছিন্নতা বলতে কী বোঝায়?

(খ) যুব অসন্তোষ কাকে বলে?

(গ) যোসেফ ডিবোনা ছাত্র-বিক্ষোভের কী কী কারণ নির্দেশ করেছেন?

(ঘ) বি. ভি. শাহ-এর ছাত্রদের শ্রেণীবিভাজন সম্পর্কে লিখুন।

(ঙ) 'Anti Mandal Agitation' বা মণ্ডল কমিশন বিরোধী বিক্ষোভ ও আন্দোলন সম্পর্কে কী জানেন?

(চ) যুব অসন্তোষ নিয়ন্ত্রণের যে কোন তিনটি উপায় সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৩.৮ গ্রন্থপঞ্জী

১। আহুজা রাম—সোশ্যাল প্রব্লেমস্ ইন ইন্ডিয়া, সেকেন্ড এডিশান, রাওয়াত পাবলিকেশানস্ ১৯৯৯।

২। ওম্যান টি. কে— স্টেট অ্যান্ড সোসাইটি ইন ইণ্ডিয়া, স্টাডিজ ইন নেশন বিল্ডিং; সেজ পাবলিকেশনস্ নিউ দিল্লি, ১৯৯০।

৩। গোরে এম. এস—এডুকেশন অ্যান্ড মডার্নাইজেশন ইন ইন্ডিয়া, রাওয়াত পাবলিকেশনস্, জয়পুর, ১৯৮৩।

৪। শাহ্ ঘনশ্যাম—সোশ্যাল মুভমেন্টস্ ইন ইন্ডিয়া : এ রিভিউ অব দ্য লিটারেচার, সেজ পাবলিকেশনস্, নিউ দিল্লি, ১৯৯০।